প্রথম প্রকাশ ১৯৫৯, জানুয়ারী

প্রকাশক : দেবাশিস ঘোষ
দৃষ্টি প্রকাশনী

প্রচ্ছদ : শর্মিষ্ঠা বসু রায়

মুদ্রণে : কমলা প্রিন্টার্স
৬, সি রামজয় শীল লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

উৎসর্গ

বাবা মা

ও টুইকে

এক

জন্মের সময় কারো গায়ে
কোনো জামা থাকে না।
আমি জামার পকেট চেয়েছিলাম,
যখন আমার নুড়ি জমানোর বোধ জন্মেছিল।
আজ জামা নয়,
আলখাল্লার ভেতর ঢুকতে ইচ্ছে করছে।

দুই

শিশির ও অশ্রু
যে মাটিতে পাশাপাশি ঘুমোয়,
সে মাটি থেকেই আমার জন্ম।
জন্মভূমি প্রসঙ্গে
আর একটি কথাও আমি বলবো না।

তিন

একমাত্র বোকারাই
ঈশ্বরের গায়ে পাথর ছোঁড়ে।
পাথর পাথরের দোসর,
এটুকু জানলে,
ঈশ্বরকে আরামে ঘুমোতে দেওয়া যায়

চার

যে সব মানুষেরা
শুধু মশারি টাঙায় আর খোলে,
তারা আমার খুব প্রিয়।
বিশ্বসংসারের চারকোনে মাত্র
চারখানা পেরেক—
এতবড় কথাটা
কনফুশিয়াসের বাপ
কোনদিন ভাবতে পারতো!

পাঁচ

মানুষ এক রঙের নয়,

। মাত্র জানতে পেরেছে।
রে দৌড়ও
াণ্ডক পর্যন্ত।

ছয়

একটি ব্লেডের দু'দিকই সমান ধার—
রক্তপাত যেদিকেই ঘটুক,
বিচারের রায়ে
আসামী কিন্তু সেই
অস্তগামী সূর্যই।

সাত

বাজারে একবার আমার দর উঠেছিল
একটাকা পঞ্চাশ পয়সা।
মনে পড়ে,
পাঁচজন খরিদ্দারই
আমার মালিককে বলেছিল,
'মশাই, ছাল-চামড়া ছাড়িয়ে ওজন করবেন।'

আট

আমি আমার ছায়ার মতই একক।
শুনে বিশ্বসংসার আমায় ছি ছি করলো।
আমি বিশ্বসংসারের তথাকথিত ঐক্যের
ঠাসবুননের ভেতর দিয়ে,
সার্বজনীন একাকীত্বের ধূসর চোখ দেখলাম!

নয়

সুন্দরী মেয়েটিকে সবাই দেখছে।
কালো হাড জির জিরে মেয়েটি
সবাইকে দেখছে।
সূর্য পাছে আমার চোখে জল দেখে ফেলে,
তাই নিঃশব্দে
পাঁচিলের এককোনে সরে এলাম।

দশ

জন্মের আগে
সব শিশুদের জন্মই বাবা-মায়ের স্বপ্নে
জন্মের পরে,
সব শিশুদের স্বপ্নে
তাবৎ বাবা-মায়ের পুনর্জন্ম।

এগারো

এসেছিলাম একদম ন্যাংটো—
মা দেখেছিল,
বাবা দেখেছিল,
আর সব কারা কারা আজ মনে নেই।
জানালার ফাঁক গলে
সূর্য এসেছিল
এবং বাতাস—
আমাকে সবাই তারা ন্যাংটোই দেখেছিল।
আমি খুশী হবো,
যদি আলোচনাটা
শিশুকালীন নগ্নতার
পবিত্র সময় ও সীমা মেনে চলে।

বারো

ভদ্রলোকের ছেলেরা
চিরকাল ঈশ্বরের আশীর্বাদ পাবে।
ব্যাভিচার এবং লাম্পট্যের আগেও
তাদের মুখ ঈশ্বরের মতোই পবিত্র,
পরেও তাই।

তেরো

বোবা নই,
তবু প্রায়শই নির্বাক।
আমি প্রতিটি ঘাতকের নাম জানি।
আর জানি বলেই,
সর্বদ্রষ্টা ঈশ্বরের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিও
আমার দিকে।

চোদ্দ

আমি একগোছা নোট বার করে
চাঁদের আলোয় গুনছিলাম।
চাঁদ মাথার কাছাকাছি নেমে এসে বলল,
'আলোটা আর একটু বাড়িয়ে দেব স্যার।'
মনে পড়ে,
বাবার হাতে একদিন চকচকে নোটগুলো দেখে
বিশ্বসংসার এরকমই বলতো—
তবে চাঁদের আর দোষ কি!

পনেরো

যারা কাঁচের ঘরে থাকে,
তারা তোমার কাছে কোনোদিন
পাথরের গল্প করবে না।
করবে তখনই,
যখন জানবে, অন্তত সৌখিন একটা
কাঁচের ফুলদানির তুমি মালিক।

ষোলো

যারা বন্ধু নয়,
অথচ বন্ধুত্বের ভান করে,
তারা ফাইলেরিয়ার জীবাণুবহনকারী
প্রিয় মশাগুলোর চাইতেও বেশী প্রিয়!
যেমন প্রিয় ছিল
ধৃতরাষ্ট্রের একশো মরা ছেলের কাছে
মামা শকুনি।

সতেরো

কারো ওপর আমার কোনো রাগ নেই।
সকলেই তো সেই পরম পিতারই সন্তান!
যেসব ইঁদুরেরা আমার নতুন লেপের তুলোয়
নৈশভোজ সারে,
আমি কি জানতাম
সম্পর্কে ওরাও আমার খুড়তুতো ভাই!

আঠেরো

আপনারা এমন গাধা কি দেখেছেন
যার চোখ আকাশের দিকে তোলা?
গাধাদের কালপুরুষ দর্শন না করিয়ে,
ঈশ্বর চিনিয়ে দিয়েছেন ঘাস আর কাঁটাগাছ।
এত বড় প্রতারণার পরেও
বাহনেরা মা শেতলাকে রাস্তায় ফেলেনি।

উনিশ

গলা কাটার পর
কোনো মুণ্ডুই আর মাটিতে
পড়ে না।
প্রশাসন যেদিকে তাকায়
সেদিকেই মা ছিন্নমস্তা।
এরপর বাকি থাকে
শুধু পুজো ও স্তব!

কুড়ি

যে নামেই ডাকি,
আদি-অন্তে প্রভু সেই একই—
গোপিনীরা কেউ আমাদের
মা বোন ছিল না বলেই,
প্রভুর লালসাকে লীলা বলতে,
এযাবৎ আমাদের কোনো
আত্মিক জড়তা আসেনি।

একুশ

নিপীড়িতের যাবতীয় দুঃখগুলো
দেখাশোনার ভার,
রাষ্ট্র নিজের হাতে নিয়ে ভালই করেছে—
ভাবছি লোকজনকে বুঝিয়ে
মস্তিষ্কগুলোয় রাষ্ট্রীকরণের প্রস্তাব করবো কিনা।

বাইশ

বন্ধুত্ব যদি করতেই হয়,
তবে গাধাদের সঙ্গেই করবো।
ঘাড় তুলে এযাবৎ
ওরা আমার শুধু হাঁটুটুকু দেখেছে বলেই,
বুদ্ধিমানদের মত ওদেরও বিশ্বাস—
মানুষের মনুষ্যত্ব তার হাঁটুতেই।

তেইশ

ভাত বসিয়েও শান্তি নেই—
ক্রমাগত ফুঁ দিতে দিতে
গোয়ালের হাড় যন্ত্রণায় নীল !
ভেজা কাঠে লাল আগুনের কোনো আভাষ নেই।
এ রাতেও উপবাস অনিবার্য জেনে,
একঘর লোক ক্রমাগত ভেজা কাঠে
লাল রঙ ধরাতে চাইছে।

চব্বিশ

বহুদিনের পুরোনো একটা ভোঁতা ছুরি
দেরাজে পড়ে আছে।
প্রেয়সীর একটা লিপ্‌স্টিকের দাম পেলে
আমি সেটা বেচে দেবো।
শান দেবার পর
ক্রেতা আপেল কাটবে,
না, নিরীহ চড়ুইয়ের ডানা,
এটা জানা,
কি খুবই জরুরী !

পঁচিশ

কবিরা যা করবে সেটাই শোভন—
শুধু এই কারণেই আমি কবি হতে চাই।
ন্যাক্কারজনক প্রতিটি স্খলন সত্ত্বেও,
ব্রজবাসীর চোখে আমি সেই
ফুটফুটে বাল গোপালই রয়ে যাবো।

ছাব্বিশ

ইঁদুরের ভূগোল তার গর্তটুকুই,
ব্যাঙেদের ডোবা,
বীর কুকুরদের
গলির এ-মোড় থেকে ও-মোড়,
হাতি ও বাঘেদের অরণ্য,
সমুদ্র মাছেদের,
অন্ধের ভূগোল তার অন্ধত্ব।
যদিও নিন্দুকেরা কেউ কেউ বলে থাকে,
প্রতারকের ভূগোল মর্ত্যলোক থেকে
ব্রহ্মের বাগান পর্যন্ত।

সাতাশ

হিটলারের মা ক্লারা আমার
পাতানো মাসী—
যতবারই ফার্নেসের গল্প করেছি
ততবারই মাসীমা বলেছে,
'যাই বলিস বাপু,
খরচা কিন্তু কফিনের চাইতেও কম।'

আঠাশ

তিরিশ লক্ষ ভেড়ার একটা পাল
মাথা নীচু করে কি অদ্ভুত শৃংখলায়
তৃণভূমির দিকে যায় ও ফিরে আসে।
বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী বলে কথিত
স্বদেশের বাতাস ও তরঙ্গকে,
সেই শৃঙ্খলার গল্প শোনাতে
আমার জিভ আটকে যায় আজও।

উনত্রিশ

সরলতা, তুমি চলে যাও।
গোটা শহর এখন ধাতু, কাঠ, রাবার ও বারুদের ব্যবসায় মেতেছে।
বন্ধুরা শুরু করেছে কস্‌মেটিক্‌স্‌ ও চামড়ার ব্যবসা।
রাতের অন্ধকারে প্রতিবেশীরা ঝিল আর ডোবাগুলোতে
যাচ্ছে ব্যাঙ ধরতে—
বাগানগুলোতে চলছে কাঁটাগাছের যত্ন ও পরিচর্যা।
বাগানের শেষ ফুলটি ঝরে যাবার আগে
তুমি চলে যাও অন্য কোথাও,
অন্য কোনোখানে।
আথ চাষ বন্ধ ক'রে
আগামী হেমন্তে, আমিও হব এক'শ শুয়োরের মালিক।

ত্রিশ

শুয়োর যে দেশেরই হোক্‌,
খাদ্য তালিকার শীর্ষস্থানে রয়েছে বিষ্ঠা—
এখনও কিছু কিছু মানুষ
ওদের আত্মিক শুদ্ধিকরণ চালিয়ে যাচ্ছে।
এইসব দেখে মনে হয়,
অদূর ভবিষ্যতে শুয়োরেরা
কাঁটা চামচ ব্যবহার করবে।

একত্রিশ

এক কেজি আলু
ও একটি সাধারণ বেশ্যার দাম প্রায় সমান।
আমার দাম একটু বেশী—
হিসেব করে দেখেছি,
উপার্জিত পয়সায় আমি ইচ্ছে হলে
একই সাথে কিনতে পারি
এককেজি আলু,
একটি বেশ্যা,
পঞ্চাশ পোস্ত,
ও একশো সোনামুগ
একদম নগদে।

বত্রিশ

চালের হাঁড়িতে একপাল ইঁদুর লাফায়—
মোরগটা একটুকরো দানার জন্য
সারাদিন মাটি খামচে গলা ফাটাচ্ছে।
পালক হারানো ছুটো স্যাংটো কাক
মরা ডালে বসে ভাবে,
মোরগটা মরলে কে ক'টা হাড়
আর রঙিন পালক নেবে।
ভেবে দেখো,
মস্ত একখানা নীল আকাশের নীচে
এসব তুমি দেখছো,
একেবারে বিনা টিকিটে।

তেত্রিশ

দূরের নক্ষত্রদের একবার
আমার বেদনার কথা জানিয়েছিলাম
ওরা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিলো,
‘ছাপতে পারি,
হাফ্ পেজ, তিনশো কুড়ি টাকা !

চৌত্রিশ

প্রতিটি চোখের জলের রাত্রি
আমার দেরাজে সাজানো আছে।
যেদিন সময় আসবে
আমি নিমন্ত্রণপত্র পাঠাবো সেইসব ঠিকানায়,
তৃষ্ণার জল চাইলে
যারা সমুদ্র দেখিয়ে বলত,
গোটাটাই তোর নামে লিখে দিয়েছি।

পঁয়ত্রিশ

ত্রিভুবন আমার বন্ধু—
আপনারা যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন,
একদা ও সেখানে দাঁড়িয়ে ম্যাণ্ডোলিন বাজাতো।
যেদিন ইস্পাত ও সোনার বাজারের দখলদারী নিয়ে
দু'দল আমীর পরস্পরকে দেখালো দাঁত আর নখ,
স্ত্রীর গর্ভের ভ্রূনটিও জড়িয়ে গেল যুদ্ধে।—
অনেকের মত ত্রিভুবনও সেই যুদ্ধে মারা গিয়েছিল।
বিশ্বাস করুন,
ত্রিভুবন ও অন্যান্য মৃতদের পকেট হাত্ড়ে
আমি একটুকরো সোনা অথবা ইস্পাত
কিছুই পাইনি।

ছত্রিশ

দু'মুঠো ভাত পেলে,
যে ছেলেটা হরিণ হতে পারতো,
তাকে তুমি তো তেমন দেখতেই পেলে না।
একটা গোটা কাপড় পেলে
যে মেয়েটি ময়ূরদেব লজ্জা দিতে পারতো,
সে এখন আলোর চোখ এড়িয়ে চলে।
যাকে যা দেখতে পাওয়া ছিল সঙ্গত,
তাকে উল্টো দেখে দেখে
উল্টোটাই কখন সোজা হয়ে গেছে!
যেমন মানুষের কল্পিত ঈশ্বর হয়েছেন
মানুষের ন্যায়সঙ্গত পিতা।

সাঁইত্রিশ

শরতের হাল্কা রোদ্দুর
ডাবগাছের ডালপালায় চেপে বসে কি যেন খেলছে।
আকাশ তাকিয়ে আছে আমার দিকে,
চোখ মেলে আছি আমিও—
এখন অন্য সব খেলাগুলো ম্লান।
যদিও সমস্ত খেলা এখানে ওখানে,
অনন্ত গতির পিঠে নিজস্ব নিয়মে বহমান।
কিছু কিছু টের পাই,—
যেমন বাজারে গেলে,
সরল দোকানীদের অনায়াস কারচুপি দেখি।

আটত্রিশ

আমি শুক্রকীটের ছবি দেখেছি—
কল্পিত অহমিকার শিখর থেকে
যতবার আমি দুঃস্থ মানুষের মাথায়
থুথু ফেলতে গিয়েছি,
দেখেছি,
সেই শুক্রকীট অবিকল আমারই গলায়
আমাকে শোনাচ্ছে,
আদি অস্তিত্বের এক সহজ জন্মবৃত্তান্ত।

উনচল্লিশ

চুল ছেঁড়াছিঁড়ি হয়ে গেলে,
ছিন্ন চুলের জন্য নিঃস্ব মানুষের
ক্ষোভ অথব, শোক অচল।
বোধ,
এইসব দুঃখজনক পরিনতির উৎসে,
হৃদয়হীন এক উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের
মায়াবী অস্তিত্ব স্পর্শ করেছে।

চল্লিশ

সূর্য আমাকে দেয় আলো ও উত্তাপ—
আমি কর্তৃপক্ষের কাছে এটুকু তো চাইতেই পারি
রাষ্ট্রীয় তুষার কণাদের আগমনে
প্রতিবারই ভাবি,
বিদ্ধ করবার আগে
ওরা আমার জন্য একটা পুরোনো ফারকোট
আনলেও তো পারে।

একচল্লিশ

যে সব নেতারা এখনো মন্ত্রী হয়নি,

তারা আমার জামায় মাত্র একখানা ফুটো দেখে

রাজার কাছে দামী সূঁচ ও রঙিন সুতো দাবী করেছিল।

মন্ত্রী হবার পর,

আমি তাদের একশো'টা ফুটো দেখালে

ওরা সস্নেহে বলেছিল,

'এই ডিজাইনটা আগের চাইতে অনেক বেশী সুন্দর।'

বিয়াল্লিশ

পৃথিবীতে মৃত মানুষেরাই প্রকৃত ভদ্র।

নির্বোধেরা যেসব বিষয় নিয়ে অনর্থক হৈ চৈ করছে,

আমি তা অনুমোদন করি না।

বরং,

মাছিদের আবির্ভাবে

মৃতের সহনশীলতা,

আমার কাছে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ,

এবং ঘটনাটি বাস্তবিকই একটি বিস্ময়কর

কিংবদন্তীর মতোও বটে।

তেতাল্লিশ

'কোথাও না কোথাও
মানুষকে একটা শৃংখলা মানতে হয়,
এবং খানিকটা অধীনতাও—'
এই বলে,
যারা মঞ্চ থেকে নেমে গেছে
তারা বলেনি,
নির্বিরোধ বিশ্বাস ও শাশ্বত আস্থার গর্ভেই
সামাজিক প্রতারণাগুলোর জন্ম।

চুয়াল্লিশ

এখন সব কিছুই সেন্সারড্ হবে।
বৃন্ত থেকে ফুল,
মাতৃক্রোড় থেকে শিশু,
মানুষের মস্তিষ্ক থেকে উৎসারিত
কুৎসিত চিন্তা।
এবং নোংরা প্রাণী হিসেবে
সেন্সারড হবে আমরা অস্তিত্ব।
শুধু ভালো মানুষেরা থাকবে,
যারা এইসব মনে করে।

পঁয়তাল্লিশ

সামাজিক নিস্পৃহতার পরিমণ্ডলে
সবচেয়ে ভালো শোনায় দক্ষ নিপীড়কের
স্বর্গীয় শিস্তা।
যদি ঠিক ঠিক আওয়াজ তুলতে পারো,
আবার সবকিছু ছাপিয়ে
পাখীর গান,
ঝর্ণার ঝিরঝির,
পাতাদের শন্‌শন্‌ স্পষ্ট শোনা যাবে।
এবং
প্রশান্ত রাত্রির গভীর নিদ্রায় যাবে
প্রকৃতি ও মানুষ।

ছেচল্লিশ

যারা বীজ বপন করে,
আমার অর্ধেক আকাশ,
আমি তাদের নামে উইল করে যাবো।
বাকিটা মায়ের,
যার গর্ভযন্ত্রনায়
খোলাবুক আকাশ পেয়েছে নীলজামা,
রক্তপাতে
আমার হয়েছে প্রথম বিশ্বদর্শন।

সাতচল্লিশ

আকাশ আমাকে,

না আমি আকাশকে ডাকি !

এইসব ভাবতে ভাবতে বাগানের কাছাকাছি চলে যাই,

টের পাই,

স্বরচিত কিছু ফুলের সাথে

সৌন্দর্য্য পিপাসু হৃদয়ের রয়েছে

এক অলিখিত বোঝাপড়া !

আসলে সমস্ত আয়োজনই প্রস্তুত হয়,

আমরা প্রয়োজনে শুধু' সায়াটুকু দিই ।

আটচল্লিশ

জীবনের খুব কাছাকাছি
খুব পাশাপাশি
এভাবে বলাটা ঠিক নয়,
বরং মৃত্যু ভেতরে ভেতরে,
চেতন ও অবচেতনে
তাঁর স্বকীয় আঁধারের ব্যাপ্তি বাড়াচ্ছে
ক্রমাগত!
জীবন এইসব অনুভব করছে
উপলব্ধি করছে
ব্যাখ্যা করছে
এভাবে বলাটা ঠিক নয়,
বরং এইসব জেনেই
নিজেকেই নিজে বিশ্লিষ্ট করছে
একটি পল্লবিত তরুর মত,
এবং শেষপর্যন্ত,
জীবনকে পুরোপুরি গ্রাস করার অদম্য বাসনা
অচরিতার্থ থেকে যাচ্ছে দেখে,
মৃত্যুর ব্যর্থ আক্রোশ
করুণ কান্নার মত ভেঙে পড়ছে
তরুমূলে।

উনপঞ্চাশ

আমি আগুন চুরি করতে ভয় পাই।
কেননা,
শকুন। আমাকে ঠুকরে খাবে,
কেননা, আমার জানা ছিল
প্রমিথিউস্‌কে কেউ বাঁচাতে আসেনি,
কেননা,
যীশুকে ক্রুশ কাঠ বহন ক'রে
পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে দেখেছিল সকলেই
এবং চিত্রাপিতের মত দেখেছিল
একজন মানুষকে কয়েকজন মানুষ কেমন সুষ্টুভাবে
কাঁটা পেরেক ঢুকিয়ে দিচ্ছে মাংসের ভেতর।
আসলে
অথর্ব স্থিতাবস্থার কথা ভাবতে ভাবতে
আমিও কখন হিমরাত্রির বোধ জয় করে ফেলেছি নিজেই জানিনা
হয়ত মানুষেরাও সেদিন
এরকম স্থিতাবস্থাই চেয়েছিল।
আমি আগুন চুরি করতে ভয় পাই।
কারণ আমি প্রমিথিউস্‌ নই,
যে স্থিতাবস্থার বিরোধী
যে আগুন চুরির স্পর্ধা রাখে।